সমকাল

তারিখ 03 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

শিক্ষকদের অবসর ভাতা

দ্রুত অর্থের ব্যবস্থা করুন

বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা আকর্ষণীয় নয়- এটা সবার জানা। তাদের মানুষ গড়ার কারিগর বলা হয়। কিন্তু নিজেদের জীবন কাটে দুঃখ-কষ্ট ও দৈন্যে। অনেকের জন্য অবসর জীবন তো হয়ে ওঠে আরও অমানবিক। যাদের প্রতিনিয়ত নুন আনতে পান্তা ফুরায় তারা কী করে জীবনের শেষ দিনগুলো নির্ভাবনায় কাটাতে সক্ষম করবেন? সরকারের 'অবসর ভাতা' ও কল্যাণ ট্রাস্ট তাদের জন্য খানিকটা আশার আলো ছিল। কিন্তু রোববার সমকালে 'অবসর ভাতা পেতে শিক্ষকদের ভোগান্তি' প্রতিবেদন দেখিয়ে দেয়, আশা কত দ্রুতই না নিরাশায় পরিণত হয়েছে হাজার হাজার শিক্ষকের জন্য। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অবসর ভাতার জন্য ২৫ হাজার শিক্ষক এবং কল্যাণ ট্রাস্টের অর্থ পেতে সাড়ে ১৮ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী দফতরে দফতরে ঘুরছেন। কেন এই ভোগান্তি ও হয়রানি? বেসরকারি এসব শিক্ষক এমপিওভুক্ত। তারা কে কবে অবসর নিয়েছেন বা নেবেন, সে হিসাব সংশ্লিষ্ট দফতরেই থাকার কথা। এটাও জানা যে, প্রত্যেক শিক্ষক ও কর্মচারী প্রতি মাসে তাদের বেতনের ৪ শতাংশ নিজের 'সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য' সরকারের হাতে তুলে দেন। এ অবস্থায় অবসর গ্রহণের পরপরই তাদের হাতে অবসর ভাতা ও কল্যাণ ট্রাস্টের অর্থ পৌঁছে যাওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে সেটা ঘটছে না। এ জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলছেন অর্থের অভাবের কথা। অবসর ভাতা প্রদানের জন্য আট বছর আগে ৫০০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করা হয়। এই তহবিলের আয় এবং প্রতি মাসের বাধ্যতামূলক জমা থেকে অবসর গ্রহণকারী শিক্ষকের হাতে বর্তমানে প্রতি মাসে প্রয়োজন পড়ে ৬০ কোটি টাকা। কিন্তু 'অবসর সুবিধা বোর্ড' দুই সূত্রে হাতে পায় ৪০ কোটি টাকা। অন্যদিকে, বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের কাছে যে সাড়ে ১৮ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী আবেদন করেছেন তা মেটাতে প্রয়োজন ৩৬০ কোটি টাকা। কিন্তু কল্যাণ ট্রাস্টের হাতে রয়েছে ১২০ কোটি টাকা। চাহিদা ও জোগানে ঘাটতি থাকলে দুর্নীতি বাসা বাঁধে- এটাই অর্থনীতির নিয়ম। সংশ্লিষ্ট দফতরেও এটা ঘটেছে। ঘুষ ছাড়া সেখানে কাজ হয় না। অবসর সুবিধা বোর্ডের অফিসারদের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের সঙ্গে হয়রানি ও অসদাচরণের অভিযোগও উঠেছে। বাংলাদেশে দুর্নীতি সর্বত্রগামী। সরকারের নানা দফতর-অধিদফতরের বিরুদ্ধে অব্যবস্থাপনা ও অদক্ষতার অভিযোগও বিস্তর। এর মধ্যেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কে আমরা প্রশংসা শুনতে পাই। আশা থাকবে সংশ্লিষ্ট দফতর সম্পর্কে যেসব অভিযোগ উঠেছে তার প্রতিকারে মন্ত্রণালয় দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। যারা গোটা জীবন শিক্ষার আলো ছড়াতে উৎসর্গ করেছেন, তাদের জন্য এটুকু প্রত্যাশা করা যেতেই পারে। তবে মূল জোর দিতে হবে অর্থের সংস্থানের প্রতি। অর্থের সংস্থান করার একটি উপায় হচ্ছে সরকারের বরাদ্দ বাড়ানো। আরেকটি পন্থা বলছেন শিক্ষা সচিব- 'রেজিস্ট্রেশনের সময় শিক্ষকদের কাছ থেকে কিছু অর্থ নেওয়া। ছাত্রদের কাছ থেকে কিছু অর্থ আদায়ের প্রস্তাবও করা হয়েছে। যে উপায়েই অর্থের জোগান আসুক না কেন শিক্ষক ও কর্মচারীদের কোনোভাবেই ভোগান্তিতে ফেলা যাবে না। অর্থের সমস্যা থাকলে আপাতভাবে সিরিয়াল প্রথা চালু হতে পারে এবং এটা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। কিন্তু কোনোভাবেই শিক্ষকদের ন্যায্য পাওনা পরিশোধে অনিয়ম ও দুর্নীতি চলবে না। এর সঙ্গে যুক্তদের কঠোর শাস্তি হোক- এটাই দাবি।